দৈনিক ইনকিলাব

JUN. 05 2002

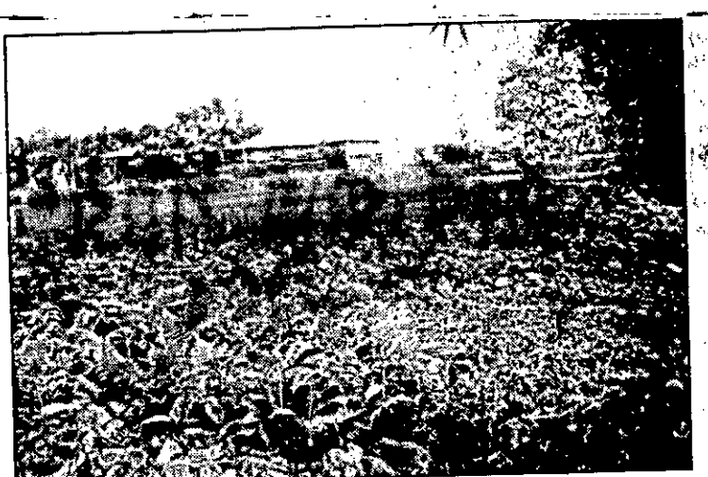

ঠাকুরগাঁও ঃ কিসমত সুখানপুকুরী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ লুটপাটের পর ভিটি কুপিয়ে পাট বোনা হয়েছে। মুছে দিয়েছে স্কুলের চিহ্ন পর্যন্ত। দূরে চেয়ারম্যান কর্তৃক পরে নির্মিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ –ইনকিলাব

ক্ষমতার দাপট

একটি স্কুলঘর চুরমার করে ভিটিতে পাট বুনেছেন এক চেয়ারম্যান

ঠাকুরগাঁও জেলা সংবাদদাতা ঃ গত ৯ মে সকাল ৮টায় ঠাকুরগাঁও সদর থানার বালিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আফাজউদ্দিন ভুঁইয়া ও মেম্বার রহিদুলের নেতৃত্বে পূর্বপরিকল্পিতভাবে প্রায় ৩শ' সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে কিসমত সুখানপুকুরী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়টির ভিটেমাটি ছাড়া সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে এবং বিদ্যালয়টির ভিটে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে পাট বীজ বপন করে দিয়েছে।

উক্ত বিদ্যালয়টির ১৯৯৮ সালে জমি দান করার সময় উক্ত চেয়ারম্যান ২নং সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বিদ্যালয় কমিটিতে আফাজউদ্দিন ভুঁইয়াকে সভাপতি না করায় চেয়ারম্যান ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ১শ' গজের মধ্যে কিসমত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে বলে এলাকাবাসী জানায়। উক্ত এলাকার কিসমত সুখানপুকুরী এলাকার ও সংলগ্ন বোদা থানার ইসলামপুর গ্রামসহ অন্যান্য অধিবাসীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় কিসমত সুখানপুকুরী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি বিধিমত সরকারী অনুমতি পায় এবং ৮৪ জন ছাত্রী নিয়মিত ভাতা পেয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়টির ১৭৩ জন ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা অব্যাহত থাকে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা লাভের পরপরই উক্ত চেয়ারম্যান তার লোকজনদের নিয়ে কিসমত সুখানপুকুরী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়টির আরসিসি পিলারগুলো রাতে নষ্ট করতে থাকে বলে এলাকাবাসী জানায়। পরবর্তীতে এপ্রিল মাসের এক কালবৈশাখী ঝড়ে বিদ্যালয়টির ঘরগুলো মাটিতে পড়ে যায়। গত ৭ মে উক্ত বিদ্যালয়ের কমিটি ঘরটি মেরামত করার প্রস্তুতি নিলে চেয়ারম্যান ভুঁইয়া থানা থেকে সহকারী দারোগা তোফাজ্জল হোসেনকে নিয়ে যায় এবং দারোগা ঘর তৈরীর ব্যাপারে আদালতের ইনজাংশনের ভয় দেখিয়ে বলে যে, কোন মানুষ যেন বিদ্যালয়ের মেরামত তো দূরের কথা বিদ্যালয়টির আশপাশেও না যায়। পরবর্তীতে ছয় কক্ষ বিশিষ্ট

বিদ্যালয়টির ৪৪টি বেঞ্চ, ১২টি চেয়ার, ২৬টি আরসিসি পিলার, বেড়া ইত্যাদিসহ প্রায় ১ লাখ টাকার মালামাল লুট করে উক্ত চেয়ারম্যানস তার দলবল নিয়ে যায়। উক্ত বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী সান্ত্বনা আক্তার বিউটি, দশম শ্রেণীর ছাত্র অমর ফারুক নাইস ও হোসনে আরা তিথি অশ্রুসিক্ত নয়নে জানায় যে, তাঁরা এখন কোথায় পড়বে?

এলাকাবাসীদের উক্ত চেয়ারম্যান শাসিয়ে বলেছে, তারা থানা পুলিশ বা অন্য কোথাও গেলে তাদের বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে লাশ গুম করে দেবে। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এলাকার বিদ্যালয় কমিটির অনেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

উল্লেখ্য, উক্ত স্কুল দু'টি নিয়ে জেলা জজ ও দায়রা আদালতে একটি মামলা চলছে, যার নম্বর ২৩/২০০১। এ ব্যাপারে বালিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।